দৈনিক বাংলা

তারিখ ...2.0 AUG. 1996 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

স্পীকারের কাছে প্রফেসর এমাজউদ্দীনের প্রতিবাদপত্র

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ সংসদে শিক্ষামন্ত্রী, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী এবং শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি'র দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করে স্পীকারের কাছে একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন।

প্রতিবাদপত্রে প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ বলেন যে, সংসদে তার সম্পর্কে অসত্য ও মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে যে বক্তব্য ও বিবৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে তা শুধু সৌজন্যবোধেরই নয়, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারেরও পরিপন্থী। যেহেতু সংসদে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নাই সেজন্যে তার সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি, ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রীর অসৌজন্যমূলক বক্তব্য ও সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিমের কটূক্তি সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়ার জন্য তিনি স্পীকারের কাছে

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

স্পীকারের কাছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুরোধ জানান।

প্রতিবাদে সঙ্গে পদত্যাগের অনুলিপি সংসদে পড়ে শোনানোর জন্যেও তিনি স্পীকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রতিবাদ লিপিতে সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন "বৃদ্ধ বয়সে আর রক্তারক্তি দেখতে চাই না বলে পদত্যাগ করেছি" পদত্যাগপত্রে আদৌ এ ধরনের কোন উক্তি নেই। পদত্যাগপত্রটি সংসদে পড়ে শোনালে তার প্রতি সুবিচার করা হতো। শিক্ষামন্ত্রী সেটা না করে উপহাস করার লক্ষ্যে একটি পত্রিকার সংবাদদাতার নিজের লেখা কয়েকটি পঙক্তি ব্যবহার করেছেন।

প্রফেসর এমাজউদ্দীন বলেন, ১৯৯২ সালের ১ নবেম্বর তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। একাডেমিক পরিবেশ, উন্নয়ন, সেশনজট, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, নতুন বিভাগ ও অনুষদ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, তার সময়কালে ৬ জন তরুণ নিহত হয়েছে, তার মধ্যে তিনজন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয়। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ২ জন নিহত হয়। ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রলীগের (কো-চু) মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশের টিয়ার সেলের আঘাতে ১ জন নিহত হয়। শিক্ষামন্ত্রী আব্দুস সাত্তার নামে যে কর্মচারীকে সংসদে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন, সেই কর্মচারী বহাল তবিয়তে রয়েছেন এখন জসীম উদ্দীন হলে। সাবেক ভিসি আরো বলেন, শিক্ষা মন্ত্রী যেসব শিক্ষকের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেননি। সন্ত্রাসীরা আরো অনেক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে যেগুলির কথা শিক্ষামন্ত্রী আদৌ উল্লেখ করেননি।

তিনি বলেন, গত ১৭ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রী তাকে দেখা করতে বলেন। মনে হয়েছিল তিনি ভার্সিটির নাজুক অবস্থা আলোচনা করবেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সেটা করেননি। বরং রোকেয়া হলে প্রফেসর সুলতানা শফিকে প্রভোস্ট হিসাবে নিয়োগের নির্দেশ দেন। শামসুন্নাহার হলে যেন প্রফেসর মাহামুদা ইসলামকে প্রভোস্ট হিসাবে রাখা হয় সে নির্দেশও তিনি দেন। আমি বলেছিলাম, রোকেয়া হলে প্রফেসর নুরুন নাহার রহমানকে গত মাসের ২১ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তিনি যোগদান করেছেন। প্রফেসর সুলতানা শফিকে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে— যা আগামী মাসের ১৫ তারিখ কার্যকর হবে। এসব শুনেও শিক্ষামন্ত্রী তার নির্দেশে ছিলেন অটল। ঢাকা ভার্সিটির আদেশ ১৯৭৩ অনুযায়ী প্রভোস্ট নিয়োগের ক্ষমতা ভিসির। সে ক্ষমতা প্রয়োগে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ভিসির বাড়ি, মেয়ে জামাইয়ের চাকরি সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ তাকে অসত্য এবং ভীতি প্রদর্শনের শামিল বলে উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, তার মেয়ে জামাইয়ের চাকরি হয়েছে তিনি ভিসি হবার ৪/৫ বছর আগে এবং তাদের চাকরি নিয়মমাফিক হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভিসি হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন সম্ভব নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী তার কার্যকালকে "কলংকময়" অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, এর প্রকৃত বিচার করবে ভার্সিটির সমাজ ও জাতি। ক্ষমতাদর্পিরা এমন বক্তব্য বহুবার দিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।